এই সময়
YOUNG BENGAL GLOBAL BENGALI

ভাতের ফ্যান খেয়ে বস্তিতে শিক্ষার ফুল ফুটিয়েছেন চয়ন

May 18, 2016, 09.27 AM IST

সঞ্জয় চক্রবর্তী ■ শিলিগুড়ি

স্কুলে যাওয়ার আগে খেতেন স্রেফ ফ্যান। দুপুরে স্কুলের মিড ডে মিল। সেটাই সারাদিনের খাবার। রাতে কোনওদিন খাবার জোটে , কোনওদিন পেটে কিল। বাবা থেকেও নেই। ছেলের যখন চার বয়স বয়স , তিনি ছেড়ে চলে যান। মা পেশায় পরিচারিকা। মাকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হয় কাজে। স্বল্প আয়ের সংসার। মাসের বেশ কয়েকটা দিন ফাঁকা থাকে চালের কৌটো। স্কুলে যাওয়ার আগে ছেলে খাবে কী ? শিলিগুড়ির নেতাজি হাই স্কুলের ছাত্র এ বারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী চয়ন বিশ্বাস মাথা খাটিয়ে তাই উপায় বের করেছিলেন। সকালে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ভাতের ফ্যান চেয়ে নিতেন তিনি। ঘণ্টা দুয়েক তাতেই পেট ভরে থাকত বেশ। দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। তাই খাতায় -কলমে স্কুলের মিড ডে মিল তাঁর বরাদ্দ নয়। কিন্তু শিক্ষকদের বদান্যতায় দুপুরের খাবার জুটে যেত মেধাবী পড়ুয়াটির।

সারদিনে একবার খেয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৬৭ পেয়েছেন চয়ন। তা-ও কলা বিভাগে। মা ও স্কুলের শিক্ষকদের পাশাপাশি প্রতিবেশীদের জনে জনে ধন্যবাদ দিচ্ছেন চয়ন। তাঁর কথায় , 'কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেই আজ যেটুকু সাফল্য পেয়েছি , তাতে আমার মা , স্কুলের সঙ্গে প্রতিবেশীদের অবদানও কম নয়। 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি নিয়ে পড়তে চান চয়ন। ইংরেজিতে তাঁর নম্বর ৯২। এ ছাড়া বাংলায় ৯০ , দর্শনে ৯৯ , রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৪ এবং ইতিহাসে ৯২ পেয়েছেন তিনি। অতিরিক্ত বিষয় ভূগোলে পেয়েছেন ৮৭। মা রিনা বিশ্বাস নিরক্ষর। তিনি অতশত বোঝেন না। শুধু বোঝেন ছেলে মানুষ হোক। ছেলের যখন চার বছর বয়স , স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। ছেলেকে নিয়ে তিনি ওঠেন শিলিগুড়ির জেলখানা লাগোয়া জ্যোতিনগর কলোনিতে।

পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালিয়েছেন। মাধ্যমিক পাশ করার পরে চয়ন নিজেও কলোনির ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে সামান্য কিছু আয় করেন। জানালেন , 'ঘরে চাল থাকলে ছেলেই ভাত রান্না করে। না থাকলে লোকের বাড়ি থেকে ভাতের ফ্যান চেয়ে এনে খেয়ে স্কুলে যেত। ' তার পরও এত ভালো ফল করায় অভিভূত মা। ছেলে কলেজে কী নিয়ে পড়বে তা ঠিক করার দায়িত্ব স্কুলের শিক্ষকদের উপরেই ছেড়েছেন। বললেন , 'এত বোঝার মতো বিদ্যে আমার নেই। এত দিন শিক্ষকরাই সবকিছু করলেন। তাঁদের পরামর্শেই ছেলেকে চলতে বলছি। '

স্কুলের শিক্ষক সৌমিক মিত্র বিনা পারিশ্রমিকেই পড়িয়েছেন চয়নকে। গর্বিত শিক্ষক বলছেন , 'চয়ন যে লড়াইটা করেছে , তা ভাবা যায় না। আমাকে যদি ওই পরিস্থিতিতে লড়াই করতে বলা হত , আমি হয়তো পারতাম না। একদিকে অর্থনৈতিক সমস্যা তার উপর বস্তির ওই পরিবেশে পড়াশোনা করা এত সহজ নয়। স্কুলের সব শিক্ষকরা ওর পাশে ছিলেন। ভবিষ্যতেও আমরা ওর পাশে থাকব। ' প্রতিবেশী কুট্টি কুণ্ডু বলেন , 'ছেলেটাকে আমরা ছোট থেকে বড় হতে দেখেছি। বহুবার খাতা -পেন কিনে দিয়েছি। বস্তিতে আরও অনেক ছেলেমেয়ে আছে। এ বার ওকে দেখে অন্যরা হয়তো অনুপ্রাণিত হবে। '।